বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২- ২০২৩

ভূমিকা ঃ

থ্যালাসেমিয়া একটি রক্তস্বল্পতাজনিত দূরারোগ্য বংশগত রোগ। যে পরিবারের একটি শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মায় তার বাবা-মা ই জানেন কি অসীম দুঃখ যন্ত্রনা নিয়ে তাদের সন্তানদেরকে লালন পালন করতে হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য ৮০র দশক আগেও এই রোগটি বাংলাদেশে তেমন পরিচিতি ঘটেনি। পিতা-মাতা উভয়েই থ্যালাসেমিয়া (Thalassaemia) বাহক হলে তাদের সন্তানরা এই রোগ নিয়ে জন্মায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ১০ জন লোক এই রোগের বাহক। প্রতি বছর প্রায় ১২-১৫ হাজার শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মায়। নিয়মিত বিশুদ্ধ রক্ত পরিসঞ্চালন ও শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত লৌহ নিষ্কাশনের জন্য ঔষধ সেবনই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, থ্যালাসেমিয়া একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থা। বয়স এবং ওজন ভেদে প্রতি মাসে একজন রোগীর ৫-২০ হাজার টাকার ঔষধ ও রক্ত পরিসঞ্চালন বাবদ খরচ হয়ে থাকে। যা আমাদের দেশে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দুঃসাধ্য। থ্যালাসেমিয়া কোন ছোঁয়াছে রোগ নয়। একমাত্র সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া যেহেতু বংশগত রোগ ছেলে-মেয়েদের বিয়ের পূর্বেই এই রোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও এই রোগের ভয়াবহতা এবং এ রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম একাংশ

পরিচিতি ঃ

থ্যালাসেমিয়া পিতা-মাতাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালে বিশেষ করে এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র সহ সভাপতি জনাব ওমর গোলাম রব্বানী সাহেবের ঐকান্তিক প্রেরণা ও আর্থিক সহযোগিতায় এই সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৯৪ ইং সালে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হয়। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৪ সালে মাত্র তিনটি বেড দিয়ে সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি সাহেবের নিজ বাসায় রক্ত পরিসঞ্চালন শুরু করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন নিয়ে আজ ২০টি বেড দিয়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশে হাজার হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে আমাদের পক্ষ্যে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আমাদের এই সমিতিতে প্রায় চার হাজারের অধিক থ্যালাসেমিয়া রোগী চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। নিয়মিত রক্ত পরিসঞ্চালন ও পরিমিত ঔষধ সেবনই একজন থ্যালাসেমিয়া রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে

পারে। এই জন্য প্রতিটি থ্যালাসেমিয়া পরিবারকে কঠিন বাস্তবতায় সংগ্রামের মুখোমুখী হতে হয়। আর তাদের এই বেঁচে থাকার সংগ্রামে থ্যালাসেমিয়া সমিতি সহযোদ্ধা হিসাবে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি ১৯৯৪ সনে সমাজকল্যাণ বিভাগে নিবন্ধীত হয় যার নিবন্ধী নং ঢ-০৩১১০ এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ১৯৯৭ সনের নিবন্ধীত হয় যার নিবন্ধন নং- ১১৫৯।
বাংলাদেশ থ্যলাসেমিয়া সমিতি পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ থ্যলাসেমিয়া সমিতি হাসপাতাল ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধীত হয় যার লাইসেন্স নং- এইচ এস এম ৪৩১৫২৫৭।
বাংলাদেশ থ্যলাসেমিয়া হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক ২০১৬ সালের ১৭ ই মে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনে নিবন্ধীত হয় যার লাইসেন্স নং-১০৯। সম্মানিত উপস্থিতি আমরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালের ডায়াগনষ্টিক লাইসেন্সের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পেরেছি।। নিবন্ধন নং-এইচ এস এম ৪৫২৩৬৩০

উদ্দেশ্যাবলী ঃ

সমিতির সংবিধান মতে, এটি হবে অরাজনৈতিক, অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যেটির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হবে বৈধ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সত্যায়িত নিজ সীল ও নিচে বর্ণিত কার্যক্রম এর মাধ্যমে ঃ

১। সকল থ্যালাসেমিয়া রোগীদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা, তাদের অসুস্থতার ঘটনা জরিপ করা, রোগ নির্ণয়, প্রতিকার, চিকিৎসা ও ব্যাবস্থাপনা এবং অন্যান্য সর্ম্পকিত সমস্যাবলী সক্রীয় ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত করা।

২। দুরের রোগীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা।

৩। অতি দরিদ্র অসহায় রোগীদের বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা, সমিতির মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সার্ভিস প্রদান এবং মেডিকেল ইউনিট এর বিশেষজ্ঞের পরার্মশ প্রদান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা।

৪। ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক রোগীদের তত্ত্বাবধায়ণ করা এবং সকল রোগীদের জন্য উন্নতর পরিবেশ জীবনমান উন্নীত করা।

৫। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী, ব্যক্তি, নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরবরাহকারীদের আগ্রহ বা মনোযোগ তৈরী করা।

৬। বিভিন্ন প্রজেক্ট বা র‍্যালির মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সকল সমস্যাদি ফোকাস করার মাধ্যমে মনোযোগ তৈরী করা।

৭। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ সেবা বিষয়াদি জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় বিভিন্ন সাময়িকী, পোস্টার, পুস্তিকায় প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা।

৮। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা, মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়নে আলোচনা সভা, ওয়্যার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্সের আয়োজন করা।

৯। দেশী বিদেশীদের মাধ্যমে এই সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

১০। যে সব দেশী বিদেশী সংগঠন রোগীদের সম্পর্কিত তাদের সাথে আগ্রহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করা।

১১। প্রতিষ্ঠানের পাওনা ও দেনার ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করা।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের তালিকা ঃ

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি হাসপাতালটি ১৯৯৪ সালে যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও আন্তরিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদেরকে থ্যালাসেমিয়া পরিবারগুলো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এই জনহিতৈষী ব্যক্তিরা হলেন ঃ-

ক্রমিক নং	নাম
১	জনাব ওমর গোলাম রব্বানী
২	এম মাজেদুল ইসলাম

৩	ডঃ সৈয়দ আলাউদ্দিন আহমেদ
৪	এম আবদুর রব
৫	ইঞ্জিঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন
৬	মোঃ খোরশেদ আলম সরকার
৭	এ বি এম নূরুল আমিন চৌধুরী
৮	এনামূল হক ফটিক
৯	ডাঃ আফরোজা খানম
১০	ডাঃ আলী আকবর
১১	তাহমিনা মাহমুদ
১২	ডাঃ নাঈমা পারভীন

প্রতিষ্ঠাকালীণ সমিতির উপদেষ্টা মন্ডলীগন ঃ

ক্রমিক নং	নাম	
১.	প্রফেসর ডাঃ এম আর খান	জাতীয় অধ্যাপক
২.	সৈয়দ দীদার বখত	প্রাক্তন মন্ত্রী , গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩	প্রফেসর ডাঃ এম এ মান্নান	থ্যালাসেমিয়া বিশেষজ্ঞ
৪.	প্রফেসর ডাঃ ওয়াকার আহমেদ খান	থ্যালাসেমিয়া বিশেষজ্ঞ
৫.	প্রফেসর ডাঃ আবিদ হোসেন মোল্লা	শিশু বিশেষজ্ঞ

প্রতিষ্ঠাকালীণ নির্বাহী কমিটির তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	জনাব মাজেদুল ইসলাম	সভাপতি
২	জনাব ওমর গোলাম রব্বানী	সিনিয়র সহ-সভাপতি
৩	ডাঃ আফরোজা খানম	সহ সভাপতি
৪	এম আবদুর রব	সাধারন সম্পাদক
৫	ডঃ সৈয়দ আলাউদ্দিন আহমেদ	অতিরিক্ত সাধারন সম্পাদক
৬	এ বি এম নূরুল আমিন চৌধুরী	যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
৭	ডাঃ নাঈমা পারভীন	সাংগঠনিক সম্পাদক
৮	এনামূল হক ফটিক	প্রচার সম্পাদক
৯	ইঞ্জিঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন	কোষাধ্যক্ষ
১০	মোঃ খোরশেদ আলম সরকার	সহকারী কোষাধ্যক্ষ
১১	তাহমিনা মাহমুদ	নির্বাহী সদস্য
১২	মোঃ ইউনুস	নির্বাহী সদস্য
১৩	মতিউর রহমান	নির্বাহী সদস্য
১৪	আব্দুর রাজ্জাক	নির্বাহী সদস্য

১৫	মাহবুবুর রহমান	নির্বাহী সদস্য

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবাকে আরো গতিশীল,সুষ্ঠ্যু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে, তাঁরা নানাভাবে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির প্রণীত নিজস্ব সংবিধান অনুসারে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক দুই বৎসর অন্তর অন্তর সমিতির নিবন্ধিত সাধারন সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সমিতির **এগার সদস্য বিশিষ্ট** কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাচিত কমিটির কার্যকাল দুই বৎসর।

সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কার্যকরী কমিটির (২০২২-২০২৪ ইং বৎসর) তালিকা নিম্মে বিবৃত হল -

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	জনাব ওমর গোলাম রব্বানী	সভাপতি
২	ডঃ এ এ মতিন	সিনিয়র সহ সভাপতি
৩	ডঃ সৈয়দ আলাউদ্দিন আহমেদ	সহ সভাপতি
৪	ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম	সাধারন সম্পাদক
৫	মোঃ খোরশেদ আলম সরকার	যুগ্ম সম্পাদক
৬	ইঞ্জিঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন	কোষাধ্যক্ষ
৭	খায়রুল আনাম খান	সাংগঠনিক সম্পাদক
৮	সৈয়দা বদরুননেসা	প্রচার সম্পাদক
৯	ইঞ্জিঃ কাজী আলী আশরাফ	সদস্য
১০	ইঞ্জিঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য
১১	ত্রিদিব সরকার	সদস্য

<u>বর্তমান উপদেষ্টা মন্ডলীগন ঃ</u>

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	সৈয়দ দীদার বখত	বর্তমান উপদেষ্টা
২.	প্রফেসর ডাঃ ওয়াকার আহমেদ খান	,,
৩.	প্রফেসর ডাঃ এম এ খান	,,
৪.	প্রফেসর ডাঃ আবিদ হোসেন মোল্লা	,,
৫.	ইঞ্জিঃ মাজেদুল ইসলাম	,,

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি

২৯ তম বার্ষিক সাধারন সভার সিদ্ধান্তসমূহ

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির ২৯তম বার্ষিক সাধারন সভা (AGM) সমিতির সম্মানিত সভাপতি জনাব ডঃ এম এ মতিন সাহেবের সভাপতিত্বে ১৮/০৩/২০২৩, সকাল ১০.৩০ মিনিট, রোজ শনিবার সমিতির সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সমিতির সম্মানিত সাধারন সম্পাদক জনাব ডা: মো: জাহিদুল ইসলাম।

উক্ত সভায় নিম্নোক্ত কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন -

১. জনাব ড: এম. এ মতিন	সভাপতি
২. সৈয়দ আলাউদ্দীন আহমেদ	সহ- সভাপতি
৩. জনাব ডা: মো: জাহিদুল ইসলাম	সাধারন সম্পাদক
৪. জনাব ইঞ্জিঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন	কোষাধ্যক্ষ
৫. জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	যুগ্ম সম্পাদক
৬. জনাব মোঃ এনামুল হক	সরকারি প্রতিনিধি
৭. জনাব খায়রুল আনাম খান	সাংগঠনিক সম্পাদক
৮. জনাব সৈয়দ বদরুন নেসা	প্রচার সম্পাদক
৯. মো: হাবিবুর রহমান	সদস্য

এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব ডাঃ এ কে এম একরামুল হোসেন স্বপন - এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, জনাব ডা: মোঃ কবিরুল ইসলাম - চীফ মেডিকেল অফিসার, জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান - ডিজিএম, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল।

উক্ত সভায় কার্যকরী কমিটির সদস্যদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় -

ক্রমিং নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১)	২৮ তম বার্ষিক সাধারন সভার কার্যবিবরনী পঠন	সভায় ২৮ তম বার্ষিক সাধারন সভার কার্যবিবরনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।	সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিতে ২৮ তম বার্ষিক সাধারন সভার কার্যবিবরনী অনুমোদিত হয়।
২)	সাধারন সম্পাদক কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	সমিতির সম্মানিত সাধারন সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন , প্রতিবেদনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আরোচনা করেন।	সদস্যদের মতামত স্বাপেক্ষে হাসপাতালের কার্যক্রম আরও বেগবান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩৩৩	নগর কেন্দ্রিক হাসপাতাল	সম্মানিত সভাপতি মহোদয় সমিতির নিজস্ব স্থায়ী নগর কেন্দ্রিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলে স্থায়ী নগর কেন্দ্রিক হাসপাতাল সকল রোগীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।	সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ নগর কেন্দ্রিক হাসপাতালের জন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি জায়গার খোঁজ করেছেন। সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে নিজ নিজ উদ্যোগে উপযোগী জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪)	অডিট রিপোর্ট পঠন ২০২১-২০২২	সমিতির সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ মহোদয় ২০২১-২০২২ সালের অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। তিনি ল্যান্ড ও অ্যাসেট, সমিতির লস বিষয়াদি তুলে ধরেন। এরপর সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুরোধ	জনাব হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন সমিতির অ্যাকাউন্টস এর স্বচ্ছতার জন্য অডিটর নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিং নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		স্বাপেক্ষে সমিতির সম্মানিত কার্যনির্বাহী সদস্য জনাব মো: হাবিবুর রহমান অ্যাকাউন্টস প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।	তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করেন - ১. অ্যাকাউন্টস প্রসেসে আরও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। ২. ইন্টারনাল অডিটর নিয়োগ করতে হবে। ৩. অ্যাকাউন্টস প্রসেস টেকনিকেল করার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়ারে কিছু সমস্যা আছে , এগুলো সমাধান করে সাধারন সদস্যদের জানানো হবে।
৫)	উন্মুক্ত আলোচনা :	উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়েছেন যে সব রোগী ও অভিভাবকগণ তারা হলেন - আমেনা/রাবেয়ার বাবা, নুরমনির বাবা, ফারহান তানভীরের বাবা, রিয়ানের বাবা,নাফিসার বাবা, রুবাইয়ার মা, ওয়াফার বাবা। তারা আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি তুলে ধরেন - - একজন অভিভাবক তার বাচ্চার বিভিন্ন শারিরীক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে সরকারী অনুদানের ঘোষণা হয়েছে তা সমিতির মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। - সমিতির জন্য সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত এ বিষয়ে আলোচনা করেন।	রোগী ও অভিভাবকদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনায় যে সব বিষয় উঠে এসছে সমিতির সম্মানিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সমিতি হাসপাতালের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক সেসব বিষয়ের সমাধান কল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করেন - - বাচ্চাদের যেকোন শারিরীক সমস্যার ব্যাপারে হাসপাতালে কতর্ব্যরত চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সাথে যথাযথ সময় সুযোগ জেনে যোগাযোগ করবেন। - সমিতির পূর্বে প্রাপ্ত অনুদান সরকারী প্রতিনিধির মাধ্যমে আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ক্রমিং নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		- সমিতিতে অনুদান/যাকাত দিতে চাইলে তার উপায় সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন একজন অভিভাবক। - সমিতির স্থায়ী একটি নগরকেন্দ্রীক হাসপাতাল এই গ্রীণ রোডেই যদি তৈরী করা হয় তবে তার জন্য খুবই সুবিধা হয়। - হাসপাতালের কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে আরও একটু সতর্ক হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। - হাসপাতালের সেবা কার্যক্রমে সন্তোষজনক আলোচনা করেন ক'জন অভিভাবক।	- কেউ অনুদান/যাকাত দিতে চাইলে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট এ যোগাযোগ করবেন। - সমিতির একটি স্থায়ী নগরকেন্দ্রিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি জায়গা দেখাও হয়েছে। - হাসপাতালের কিছু সমস্যা নিয়ে যারা বলেছেন সেগুলো নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ খতিয়ে দেখে সমাধান করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ রোগী ও হাসপাতালের স্বার্থে ও উন্নয়নের জন্য সকলকে এগিয়ে এসে মিলে মিশে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।
৬)	সেন্টার ফর যাকাত মেনেজমেন্ট প্রসঙ্গে :	সেন্টার ফর যাকাত মেনেজমেন্ট ইতিমধ্যে আমাদের ২৫ জন রোগীকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে চলেছে। এ সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি করা যায় কিনা মর্মে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতালের ইডি সাহেব সকলকে অবহিত করেন যে ইতিমধ্যে সমিতির সম্মানিত সভাপতি সহ যাকাত মেনেজমেন্ট ফান্ডের	এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের সকলেই ইতিবাচক মতামত পোষণ করেন এবং গঠনতান্ত্রিকভাবে অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই অতিরিক্ত বিশেষ সাধারণ সভা (EGM) এর মাধ্যমে অনুমোদন দেয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিং নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		কর্তৃপক্ষের সাথে দুদফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহৎ পরিসরে তাদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাদের একজন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যকে সমিতিতে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। ক) সরকারি প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব এনামুল হক সাহেব সকলের উদ্দেশ্যে বলেন সমিতি হাসপাতালের কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট, তিনি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট। তিনি আরও বলেন এখানে এত অসহায় রোগীদের সেবা দেওয়া হয় এ জন্য শুধুমাত্র দায়িত্ববোধ থেকে নয় মানবিক কারনেও সমিতি হাসপাতালের সভা কার্যক্রমে উপস্থিত থাকেন। খ) ২৯ তম বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সহ-সভাপতি, সকলের বয়োজেষ্ঠ্য ও শ্রদ্ধাভাজন জনাব ড: সৈয়দ আলাউদ্দীন আহমেদ সাহেব। তিনি জনাব এনামুল হক সাহেবকে সমিতির বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান এবং বিয়ের আগেই সরকারী উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার জন্য জনাব এনামুল হক সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	জনাব এনামুল হক সাহেব সমিতি ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের কল্যাণার্থে তাঁর সাধ্য অনুযায়ী সকল প্রকার সহযোগীতা করে যাবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

ক্রমিং নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		গ) সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান সরকারি প্রতিনিধি জনাব এনামুল হক সাহেব বরাবর দুটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। - জনাব এনামুল হক সাহেবের মাধ্যম্যে সরকারি সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়ার একটি টেকসই হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। - স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব করেন। ঘ) সমিতির সম্মানিত যুগ্ম সম্পাদক জনাব খোরশেদ আলম বলেন রোগী ও অভিভাবকদের যদি কোন অভিযোগ থাকে তবে অভিযোগ বাক্সে তারা টোকেন আকারে অভিযোগ করতে পারেন। ঙ) সমিতির সম্মানিত প্রচার সম্পাদিকা বলেছেন আমাদের সকলের কষ্ট এক, এই কষ্ট লাঘব করার জন্য আমাদের সকলকে ধৈর্য্য সহকারে একত্রে কাজ করতে হবে। চ) সমিতির জন্য ইন্টারনাল অডিটর নিয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। দুজন রোগীর অভিভাবকে প্রস্তাব দেওয়া হলে উনারা আগ্রহ	এ বিষয়ে সমিতির সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ মহোদয় করণীয়

ক্রমিং নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		প্রকাশ করেছেন কাজ করার জন্য। তাদের একজন জনাব নজরুল ইসলাম (নুরমনীর বাবা) ও অন্যজন জনাব হাসান মো: রিয়াজ (ফারহান তানভীরের বাবা) ছ) সমিতি হাসপাতালের সম্মানিত ইডি মহোদয় হাসপাতালের কার্যক্রম নিয়ে সাধারন সদস্যদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন - সমিতি হাসপাতালে কয়েক বছর আগেও ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে আমাদের রেজিষ্ট্রার্ড রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। ইদানিং সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারনে ভারতের চিকিৎসকগণ সরাসরি আসতে না পারলেও ভিডিও কনফারেন্স করে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। - এছাড়াও দেশের প্রখ্যাত হেমাটোলজিস্ট ডা: এম এ খান সহ স্বনামধন্য রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গণ প্রতিমাসে দুই বার করে সমিতিতে বসে রোগী দেখছেন। - তিনি বলেন বর্তমানে হাসপাতালে পর্যাপ্ত রক্ত ও সরবরাহ থাকছে বিধায় রোগীরা আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে রক্ত হাসপাতাল থেকেই পাচ্ছে। রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রম ও আরও অগ্রগতির চেষ্টা করা হচ্ছে। - তিনি আরও জানান কোন এক বিয়ের অনুষ্ঠানের উপহার হিসেবে	নির্ধারনে সুপারিশমালা তৈরী করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিং নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সমিতির ফান্ডে দান করা হয় যা গরীব রোগীদের সেবায় ব্যবহৃত হবে। - তিনি জানান আগামী মে মাসে শ্রীলংকান অ্যাম্বাসী ও ফ্রান্স অ্যাম্বাসীতে আমাদের আরও দুটো ব্লাড কালেকশন প্রোগ্রাম হবে।	

সবার শেষে সভাপতি মহোদয় সমিতির সম্মানিত সকল কার্যকরী কমিটির সদস্য, সাধারন সদস্য ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন.।(জনাব ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম) (জনাব ডঃ এম.এ মতিন) সাধারন সম্পাদক সভাপতি

২০২২- ২০২৩ সালের কার্যক্রম

বিনামূল্যে এবং ভর্তুকী বাবদ মোট খরচ = ৩,৯৮,৩২০৪০.০০

১. সম্পূর্ন বিনামূল্যে মোট খরচ = ১,৩১,২৯,৪৭০.০০ (ঔষধ, রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা এবং রক্ত পরিসঞ্চালনসহ)
২. ভর্তুকী বাবদ মোট খরচ = ১,৬৭,০২,৫৭০.০০(ঔষধ, রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা এবং রক্ত পরিসঞ্চালনসহ)

স্বেচ্ছা রক্তদাতা কর্তৃক রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রম :

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মূল কার্যক্রমের আওতায় সকল থ্যালাসেমিয়া রোগী তথা বহিরাগত কারো রক্তের প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের লক্ষ্যে নিম্মোক্ত পরীক্ষাগুলো শতভাগ নিশ্চিত করা হয়।

১. Hepatitis
২. Hepatitis C
৩. HIV (AIDS)
৪. VDRL (Syphilis)
৫. Malaria Parasite

স্বেচ্ছায় রক্ত দান কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটি, ব্রাক ইউনির্ভাসিটি, সহ বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানে রক্ত দান কর্মসূচী আয়োজন করেছে।

রক্তের উপাদান পৃথকীকরনের সুব্যবস্থা :

Platelet Concentrate, Platelet Rich Plasma, Fresh Plasma, Fresh Frozen Plasma, Platelet Apheresis, Packed RBC.

রক্ত পৃথকীকরণ মেশিন (প্লাটিলেট ,ফ্রেশফ্রোজেন প্লাজমা.লোহিত রক্ত কনিকা ইত্যাদি উপাদান তৈরী করা হয়)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে বিগত ৫ বছরে অনুদানের পরিমাণ:

২০১৮-২০১৯	১ কোটি
২০১৯-২০২০	১ কোটি ৩০ লক্ষ
২০২০-২০২১	১ কোটি ৩৫ লক্ষ
২০২১-২০২২	১ কোটি ৫০ লক্ষ
২০২২-২০২৩	২ কোটি

বগত ৫ বছরে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা :

সমিতিতে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত মোট রেজিস্টার্ড রোগীর সংখ্যা ৪০৬৭ জন।

অর্থ বছর	**চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা**	**নতুন রোগীর সংখ্যা**
২০১৮-২০১৯	৯২৩৩	১২৮
২০১৯-২০২০	৯৯৫০	১৯৩
২০২০-২০২১	১০১২০	১২১
২০২১-২০২২	১৫৩২৫	১৬৫
২০২২-২০২৩	১৪৫২৬	৬৯

বিগত ৫ বছরে রক্ত পরিসঞ্চালনের পরিমাণ ঃ

অর্থ বছর	**রক্ত পরিসঞ্চালনের পরিমাণ**
২০১৮-২০১৯	৯৬৮৬
২০১৯-২০২০	৯৪৩০
২০২০-২০২১	৮৯৩৩

২০২১-২০২২	৮৭২৬
২০২২-২০২৩	৯১৩২

২০২২-২০২৩ সালে আমাদের হাসপাতালে মোট ৯১৩২ জন থ্যালাসেমিয়া রোগীর ট্রান্সফিউশন হয়। বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালের নিজেস্ব উদ্যেগে প্রায় ৮২৬০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয় এবং অন্যান্য উৎস হতে থ্যালাসেমিয়া রোগীরা নিজ উদ্যেগে রক্ত সংগ্রহ করে ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা আশা করি আগামিতে নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত রক্তে সমস্ত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করতে পারব। এ ব্যপারে রোগী, রোগীর অভিভাবক সহ অন্যাণ্য হিতাকাংখী যারা আছেন তাদের সবাইকে আমাদের হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। রোগীদের সময়, কষ্ট ও খরচ কমানোর লক্ষ্যে সমিতি **"ওয়ানস্টপ সার্ভিস"** এর আওতায় রোগীদের রক্ত সংগ্রহ ও সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রক্ত পরিসঞ্চালন ছাড়াও যারা থ্যালাসেমিয়ার বাহক তাদেরও মাঝে মাঝে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ২০২৩-

৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ২০২৩, প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি দিন ব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচরী মাধ্যমে দিনটিকে উৎযাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি ও ইয়ুথ ক্লাব অব বাংলাদেশ যৌথ ভাবে ঢাকায় দিনব্যাপী রোড শো ও চট্টগ্রামে থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত জনসচেতনতা মূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক (এম টি বি)-র প্রধান কার্যালয়ে এম টি বি ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে স্বেচ্ছায় রক্ত দান কর্মসূচী অনুষ্টিত হয়।

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রোড শো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির উপদেষ্টা ও প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ দীদার বখত ও খ্যাতিমান রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাঃ এম এ খান, এম টি বি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মো মাহবুবুর রহমান, এম টি বি ফাউন্ডেশনের সি ই ও সামিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির সভাপতি ডঃ এম এ মতিন, কোষাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোশারফ হোসেন, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ডাঃ এ কে এম একরামুল হোসেন স্বপন ও চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ কবিরুল ইসলাম সহ ইয়ুথ ক্লাব অব বাংলাদেশের সদস্যগণ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির সভাপতি ডঃ এম এ মতিন।

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি জনসচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ২০২৩ উপলক্ষে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক যুগান্তরে একটি ক্রোড় পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দৈনিক পত্র পত্রিকায় থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত প্রচার প্রচারনা মূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

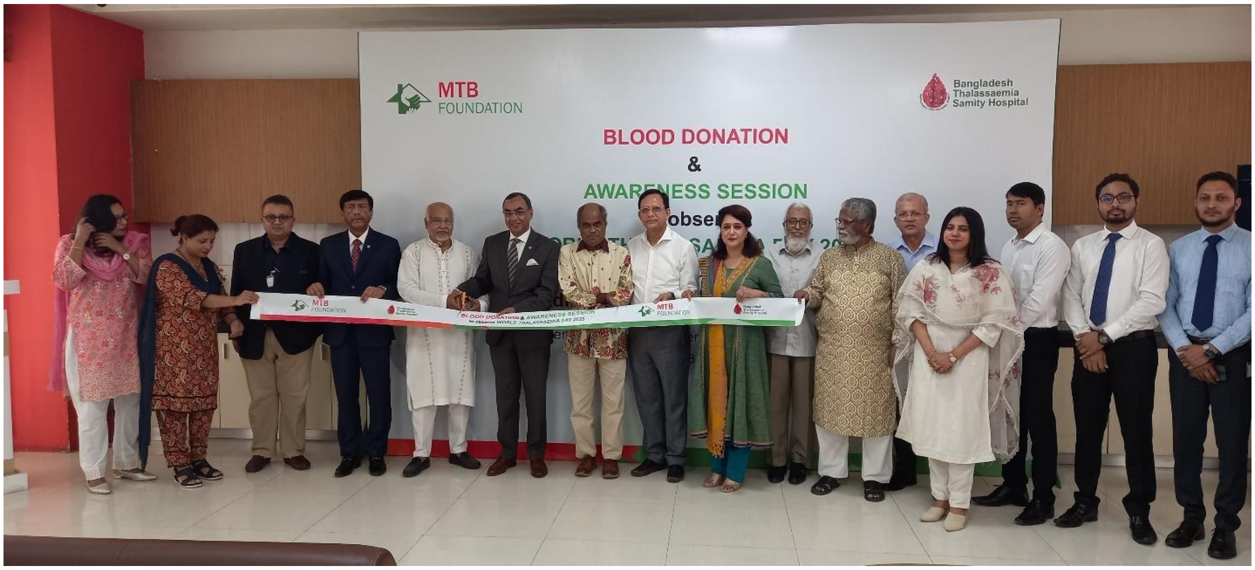

রক্ত দান কর্মসূচীতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

Thalasamia-06-05-2023

যুগান্তর | সোমবার ৮ মে ২০২৩ • ২৫ বৈশাখ ১৪৩০

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস-২০২৩

Be Aware Share Care

Strengthening Education to Bridge the Thalassaemia Care Gap

BANGLADESH THALASSAEMIA SAMITY

BE AWARE • SHARE • CARE 2023

৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস-২০২৩ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসায় বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহাপরিচালক

বাণী

সভাপতি
বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া
সমিতি

বাণী

টিকাদান কর্মসূচী :

আমরা সবাই অবগত যে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম। এ জন্য Hepa-B, Influenza, Pneumonia, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভ্যাক্সিনগুলো সময়মত প্রয়োগ করা অতি জরুরী। রোগীদের মাঝে Hepa-B, Influenza, Papilovax, Pneumoia ইত্যাদি টিকগুলো প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

বিশ্ব রক্ত দাতা দিবস ২০২৩ :

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি হাসপাতাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৪ জুন "বিশ্ব রক্তদাতা দিবস" উদযাপন করে। এই উপলক্ষ্যে ইয়ুথ ক্লাব অব বাংলাদেশের উদ্যোগে সমিতির সেমিনার রুমে রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে ইয়ুথ ক্লাব-র সদস্যগন স্বত:স্ফুর্তভাবে রক্তদানে অংশ গ্রহন করেন। সকল রক্তদাতাদের সম্মাননা পত্র প্রদান করা হয় এবং নিয়মিত রক্তদাতাদের বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা। তাদের এই মহতি উদ্যোগকে বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি হাসপাতালের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান হয়।

তা ছাড়া রোটারী ইন্টারন্যাশনাল এবং বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি হাসপাতাল যৌথভাবে "বিশ্ব রক্তদাতা দিবস" উপলক্ষ্যে ১৭ জুন হাসপাতালের সেমিনার কক্ষে উপস্থিত সম্মানীত অতিথিগন রক্তদানের গুরুত্বারোপ করেন। রক্তদাতাদেরকে সমাজের মহতী যোদ্ধা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অনুষ্ঠান শেষে কয়েকজন সদস্য স্বেচ্ছা রক্তদানে অংশগ্রহন করেন।

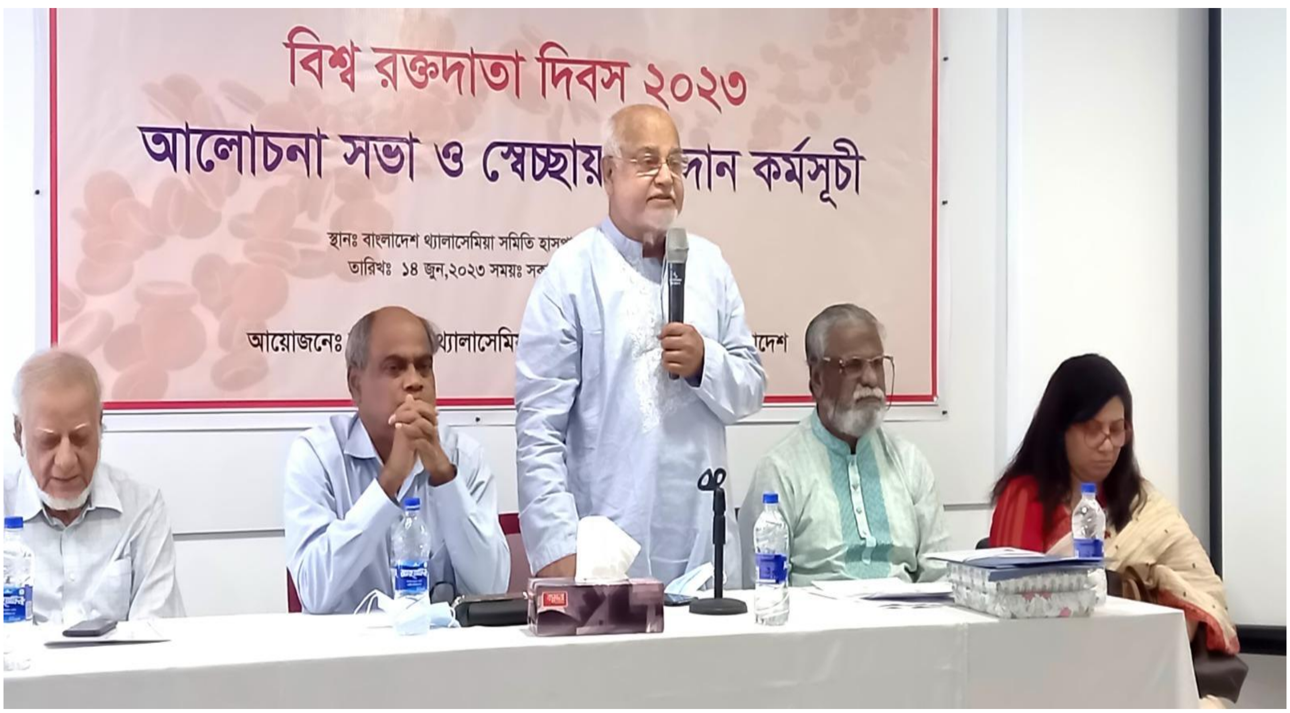

মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জীবন বাঁচানোর প্রধান উপাদান রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রমকে সহজ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশেষ করে একজন রক্তদাতা যেন অতি সহজেই রক্ত দানে উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া দেন সে জন্য আমাদের মোবাইল ব্লাড কালেকশন ভ্যান অতি দ্রুত রক্তদাতার কাছে পৌঁছে যায়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অনুমোধিত ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের ব্লাড কালেকশন টিম রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ির ভিতর রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রম

বানিজ্য মেলায় ও বই মেলায় রক্ত দান এবং সচেতনতা মূলক কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি ও হাসপাতাল "ম্যানেজমেন্ট নেটের" সহায়তায় ২০২৩ সালে বাণিজ্য মেলা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বই মেলায় মাস ব্যাপী থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বেচ্ছা রক্ত দান অনুষ্ঠান করা হয়।। দুই মাস ব্যাপী এই কর্মসূচীতে প্রায় ৫০০ অধিক ব্যাগ রক্ত সংগ্রহীত হয়।

ওমর গোলাম রাব্বানী সাহেবের মৃত্যুতে দোয়া মাহফিলঃ

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ওমর গোলাম রাব্বানী ২০২২ সালের ১৬ ই এপ্রিল বাধ্যকজনিত কারণে ইন্তেকাল করনে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহির রজিউন। বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া পরিবার তাঁর মৃত্যুতে গভীর ভাবে শোকাহত। যতদিন বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি থাকবে ততদিন ওমর গোলাম রাব্বানী সাহেব আমাদের মাঝে থাকবেন। বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি হাসপাতালে ২০২২ সালের ২১ শে এপ্রিল তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

ধন্যবাদান্তে
ডা: মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি।